কুষ্টিয়ায় দেবর-ভাবী’র যাবজ্জীবন এবং কিশোরের কারাদন্ড

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার প্রবাসীর স্ত্রী’র সাথে অনৈতিক সম্পর্ক ও ব্লাক মেইলের জেরে রনি (৩০) নামের যুবক হত্যা মামলায় দেবর সজিব হোসেন(৩২) ও ভাবী সীমা খাতুন(২৫) এর যাবজ্জীবন এবং কুষ্টিয়া মডেল থানার ঢ়অ ছাত্র আসলান জেলিন হত্যাদায়ে ঢ়একটি বাড়ি আহম্মেদ ওরফে কানা তুষার (১৬)কে ১০বছরের কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক অরূপ কুমার গোস্বামী এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের বিচারক মুন্সী মো: মশিয়ার রহমান জনাকীর্ণ আদালতে আসামীদ্বয়ের উপস্থিতিতে এই রায় ঘোষনা করেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ২৪ জানুয়ারী সন্ধা ৭টায় দৌলতপুর উপজেলার হায়দারের চর গ্রামের নাহারুল ইসলামের ছেলে রনি
(৩০) নিজ বাড়ি থেকে পাশ্ববর্তী সোনাইকুন্ডি বাজারে যাওয়ার পর থেকে নিখোঁজ হয়। নিখোঁজের এক সপ্তাহ পর ০১ ফেব্রুয়ারী বেলা সাড়ে ৩টায় উপজেলার ৬নং চিলমারি ইউনিয়নের উদয়নগরস্থ পদ্মা নদীর চর থেকে নিহত যুবক রনির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

এই এঘটনায় নিহতের পিতা নাহারুল ইসলাম বাদি হয়ে দৌলতপুর থানায় অজ্ঞাত আসামীদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন পুলিশ। সেখানে তদন্ত প্রতিবেদনে হত্যার রহস্য উদঘাটনে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রবাসী আফাজ উদ্দিনের স্ত্রী সীমা খাতুনের সাথে যুবক রনি সম্পর্ক তৈরী হয় যা দৈহিক সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ায়। রনি তাদের দুজনের মধ্যে গড়ে উঠা সম্পর্কের বিষয়গুলি মোবাইলে ধারণ করে গৃহবধু সীমা খাতুনকে ব্লাক মেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিতে থাকে। এক পর্যায়ে রনির ডিমান্ড বাড়তে থাকে, এতে ক্ষুব্ধ সীমা খাতুন বিষয়টি তার দেবর সজিব হোসেনকে খুলে বলেন এবং সাহায্য চায়। পরে ভাবী-দেবরের যোগসাজসে পরিকল্পিত ভাবে যুবক রনিকে হত্যা করে।

কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের কৌশুলী (পিপি) এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দৌলতপুর থানার প্রতিবেশী

যুবক রনি হত্যা মামলার আসামী সজিব হোসেন ও সীমা খাতুনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে চার্জ গঠন পূর্বক দীর্ঘ স্বাক্ষ্য শুনানী শেষে অভিযোগ সন্দেহাতীত প্রমানিত হওয়ায় পেনাল কোড দ:বি ৩০২/১০৯ ধারায় দোষী প্রমানিত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত আসমীদেরকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ২০হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ১বছর সাজার আদেশ দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করেন।

কুষ্টিয়ায় জমি জালিয়াতি প্রতারক চক্রের ৪ সদস্য আটক

কুষ্টিয়ায় এনআইডি জালিয়াতি করে অন্যের জমি বিক্রির অভিযোগে প্রতারক চক্রের ৪ সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) রাতে এক ভুক্তভোগীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তাদের আটক করে।

এ ঘটনায় জড়িত অন্য সদস্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত জানান কুষ্টিয়া শহরের এম এম ওয়াদুদের পৈত্রিক সম্পত্তি কুষ্টিয়া শহরের একটি জালিয়াতি চক্র তাদের নামে জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া এনআইডি কার্ড তৈরি করে মজমপুর মৌজার ২৫৭৫, ২৫৭৬, ২৫৮০, ২৫৮১ দাগের মধ্যে ০.২২ একর জমি বিক্রয় করে এবং কুষ্টিয়া মডেল থানাধীন মজমপুর, চৌড়হাস, বাহাদুরখালী মৌজার জমি জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া দলিল তৈরি করে আত্মসাতের চেষ্টা করে। এই জমি মিরপুর উপজেলার কাঠদাহ গ্রামের মহিবুল ইসলামের কাছে ৭৭ লাখ টাকায় বিক্রি করে প্রতারক চক্র।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে গত রাতে পুলিশ ব্যাপক অভিযান চালিয়ে প্রতারক চক্রের ৪ সদস্যকে আটক করে। এর প্রতারণার সাথে জড়িত অন্যদেরও গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

জালিয়াতি চক্রের সাথে জড়িতরা হলেন মো. ওয়াদুল মিন্টু খন্দকার (৬০), মো. মিলন হোসেন (৩৮), ছানোয়ারা খাতুন (৫০), জাহানারা

খাতুন (৪৫)।

কুষ্টিয়ায় র্যাবের অভিযানে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ায় র্যাবের অভিযানে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ মোঃ খোয়াজ ইসলাম
(৩০) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

রবিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের একটি চৌকষ আভিযানিক দল কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানাধীন কল্যাণপুর বেলতলা এলাকার রাস্তার উপর’ একটি মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়।

এসময় তার কাছে থাকা ৪৭৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী খোয়াজ ইসলাম দৌলতপুর উপজেলার কল্যাণপুর বটতলা এলাকার মোঃ খায়রুল মন্ডলের ছেলে।

র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার (সহকারী পুলিশ সুপার) মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান জানান, আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী খোয়াজ ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে মাদক কেনাবেচার সাথে জড়িত। বিকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে ইয়াবাসহ আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

কুষ্টিয়া শহর যুবলীগের আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা

সাংগঠনিক নিষ্ক্রিয়তা ও সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে কুষ্টিয়া শহর যুবলীগের আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি।

রবিবার বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মো: মাইনুল হোসেন নিখিলের স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল সংগঠন।

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস্ পরশের নির্দেশে সাংগঠনিক নিষ্ক্রিয়তা ও সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার কারণে কুষ্টিয়ার শহর শাখার যুবলীগের আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো।

উল্লেখ্য, গত ১৫ মে, ২০১৭ইং তারিখে কুষ্টিয়া শহর যুবলীগে আশরাফুজ্জামান সুজনকে আহবায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ আওয়ামী যুব লীগের তৎকালীন চেয়ারম্যান মো: ওমর ফারুক চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ।

কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া উন্নয়ন পরিষদের পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ

কঠোর নিরাপত্তা আর ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন ২০২০-২০২৪ সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল (৫ সেপ্টেম্বর) ৪ বছর মেয়াদী এ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সকাল ৮ টা হতে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত বিরতী হীন ভাবে কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্যাভিলিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৭০ জন ভোটারের মধ্যে ৬৬জন ভোটার সরাসরি ব্যালটের মাধ্যমে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এ নির্বাচনে আলোচিত ভোটার ছিলেন বাংলাদেশ ক্রীকেট দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন।

কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের পদ রয়েছে ৩১ টি। তারমধ্যে বিধান অনুযায়ী পদাধিকার বলে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক সভাপতি, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার ও কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা

প্রশাসক (সার্বিক) সহ-সভাপতি এবং কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া অফিসার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ কারণে ২৭টি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবছর ২৭টি পদের বিপরীতে দু’টি প্যানেলে বিভক্ত হয়ে ৩৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া উন্নয়ন পরিষদ নামে এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দীর নেতৃত্বাধীন প্যানেল ২৭টি পদেই প্রার্থী দিয়েছিল।

অপর দিকে মোঃ আমজাদ আলী খাঁনের নেতৃত্বাধীন প্যানেল মাত্র ৯টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দীর নেতৃত্বাধীন প্যানেলের সহ-সভাপতি প্রার্থী জহুরুল হক চৌধুরী রনজু, আলী হাসান মন্টা, মোঃ মকবুল হোসেন লাবলু ও সেখ সুলতান আহমেদ, যুগ্ম-সম্পাদক প্রার্থী মোঃ পারভেজ আনোয়ার তনু ও খন্দঃ সাদাত-উল আনাম পলাশ এবং কোষাধ্যক্ষ প্রার্থী মোঃ লিয়াকত আলী খান বিনা- প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

গতকাল সরাসরি ভোটের ফলাফলে কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া উন্নয়ন পরিষদ নামে এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দীর নেতৃত্বাধীন প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী ৫১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। পরাজিত প্রার্থী মোঃ আমজাদ আলী খাঁন পেয়েছেন ১৫ ভোট।

অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক পদে এ্যাড. মোসাদ্দেক আলী মনি ৩৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। পরাজিত প্রার্থী খন্দকার ইকবাল মাহমুদ পেয়েছেন ২৫ ভোট।

নির্বাহী সদস্য পদে যথাক্রমেÑমোঃ রাশিদুজ্জামান খান (টুটুল) পেয়েছেন ৫৪ ভোট, আলমগীর কবির হেলাল পেয়েছেন ৫৩ ভোট, কাজী এমদাদুল বাশার রিপন পেয়েছেন ৫৩ ভোট, মোঃ আতাউর রহমান (মিঠু) পেয়েছেন ৫৩ ভোট, খোকন সিরাজুল ইসলাম পেয়েছেন ৫২ ভোট, স্বপন কুমার সাহা শংকর পেয়েছেন ৫২ ভোট, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পেয়েছেন ৫২ ভোট, মোঃ আনিসুর রহমান আনিস পেয়েছেন ৫১ ভোট, কাইয়ুম নাজার পেয়েছেন ৫০ ভোট, সাব্বির মোঃ কাদেরী সবু পেয়েছেন ৫০ ভোট, শেখ কৌশিক আহমেদ পেয়েছেন ৪৯ ভোট, মীর আয়ুব হোসেন পেয়েছেন ৪৭ ভোট, মোঃ সামসুদ্দিন বিশ্বাস সামু পেয়েছেন ৪৫ ভোট এবং মোঃ হাবিবুর রহমান বাপ্পি পেয়েছেন ৪৩ ভোট। সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে আফরোজা আক্তার ডিউ পেয়েছেন ৫১ ভোট এবং আল হামরা বেগম পেয়েছেন ৩৫ ভোট।

সংরক্ষিত উপজেলা সদস্য পদে আলহাজ্ব মোঃ শামীমুল ইসলাম ছানা

পেয়েছেন ৪৫ ভোট এবং মোহাম্মদ আলী নিশান পেয়েছেন ৪৩ ভোট। অপর দিকে পরাজিত মোঃ আমজাদ আলী খাঁনের নেতৃত্বাধীন প্যানেলের নির্বাহী সদস্য পদে যথাক্রমে মীর সাইফুল ইসলাম পেয়েছেন ৩৪ ভোট, কাজী মিজানুর রহমান লিটন পেয়েছেন ২৬ ভোট, কাজী সাইদুর রহমান নিশা পেয়েছেন ২৩ ভোট, মোঃ সাইফুল ইসলাম পান্না পেয়েছেন ২১ ভোট এবং মোঃ হাসেম আলী পেয়েছেন ২১ ভোট। সংরক্ষিত উপজেলা সদস্য পদে মোঃ রেজাউর রহমান পেয়েছেন ২৮ ভোট। সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে মোছাঃ মেহেরুন নেছা বিউটি ৩১ ভোট। এ নির্বাচনে সর্বোচ্চ ৫৪ ভোট পেয়েছেন মোঃ রাশিদুজ্জামান খান (টুটুল)।

সন্ধ্যা ৬টায় দিকে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি মোঃ আসলাম হোসেনের উপস্থিতিতে ফলাফল ঘোষণা করেন রিটানিং অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট কানিজ ফাতেমা। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ সিরাজুল ইসলাম নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

খোকসা উপজেলা আ’লীগ নেতার হুমকিতে কর্মস্থল ছাড়লেন ইউএনও

কুষ্টিয়ার খোকসায় এক প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে অসৌজন্যমূলক আচরণের পাশাপাশি হুমকি দেওয়ার অভিযোগ আনেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মৌসুমী জেরীন কান্তা।

গত ৩ মে তিনি এর প্রতিকার চেয়ে জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেনের কাছে একটি চিঠি দেন। এরপর এক মাস পরেই তিনি বদলি হয়ে চলে যান। অভিযোগ রয়েছে প্রভাবশালী মহল সুবিধা না পেয়ে তাকে বদলি করে দেন।

তবে অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে, ইউএনও হিসেবে উপজেলায় যোগ দিয়ে নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়ার পর তাকে বদলি করে দেওয়া হয়। তবে সে সময় ওই ইউএনও অব্যাহত হুমকির মুখে নিজের নিরাপত্তার জন্য বাসায় দুইজন গ্রাম পুলিশ নিয়োগ দেন।

ইউএনও মৌসুমী জেরীন কান্তা স্বাক্ষরিত চিঠিতে তিনি লেখেন, এপ্রিলে কুমারখালী উপজেলার সহকারি কমিশনার (ভূমি) এর করোনা

পজেটিভ আসায় এক আদেশে জেলার সব উপজেলার ইউএনও ও সহকারি কমিশনারদের করোনা পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর গত ২৯ এপ্রিল ডাক্তার-নার্সসহ একটি টিম স্যাম্পল নিতে তার দপ্তরে আসেন। সে সময় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা তার কক্ষে উপস্থিত থাকায় মেডিক্যাল টিমকে এক ঘন্টা বসিয়ে রাখা হয়।

এমন সময় বেতবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বাবুল আখতার উপস্থিত হন। মেডিক্যাল টিম অপেক্ষমান থাকায় তাকে পরের দিন আসতে বলি। তারপরও তিনি কক্ষ ত্যাগ না করে সেখানেই বসে থাকেন। পরে চেয়ারম্যান ও তার লোকজনকে অপক্ষো করতে বলে বাসা থেকে স্যাম্পল দিয়ে আসার কথা জানান ইউএনও।

চিঠিতে ইউএনও আরও বলেন, এ সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে অনেক সরকারি কর্মকর্তাদের সামনে চেয়ারম্যান বাবুল আখতার আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে শিষ্টাচারবর্জিত কথা বলতে থাকেন। চেয়ারম্যান উচ্চস্বরে বলেন, আমি কেন কালকে আসব, আমার কথা এখনই শুনতে হবে। বাবুল আখতার চেয়ারম্যানের পাশাপাশি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ায় রাজনৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তার করেন বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেন ইউএনও। বাবুল যে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেই ইউনিয়নে হতদরিদ্রদের তালিকা তৈরি ও ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের একটি অভিযোগ জেলা প্রশাসকের মৌখিক নির্দেশে তখন তদন্ত চলছিল।

বাবুল আখতারের সাথে সেদিনকার ঘটনার পর থেকে ইউএনও মৌসুমী জেরীন অনাকাঙ্খিত নানা পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন বলে চিঠিতে জানান। এছাড়া তাকে মোবাইল ফোনে কল করে বিভিন্ন তথ্য চাওয়া হতো। পাশাপাশি বাসায় ত্রাণের চাল আছে কিনা জানতে চাওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে খারাপ রিপোর্ট করার হুমকি দেয়া হতে থাকে। বাসার সামনে বিভিন্ন সময় অজ্ঞাত লোকজনের আনাগোনায় তিনি ভীত হয়ে পড়েন।

এ অবস্থায় তার বাসাসহ আশেপাশের আবাসিক লোকজনের নিরাপত্তার জন্য দুইজন গ্রাম্য পুলিশ নিয়োগ করেন। এ বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে তিনি জেলা প্রশাসকের কাছে চিঠি দেন। তবে এ চিঠির বিষয়ে কোনো তদন্ত না হওয়ায় ভয়ে কর্মস্থল ছেড়ে চলে যান ইউএনও। তার স্থলে যোগ দেন মেজবাহ উদ্দিন। তিন থেকে চার মাস তিনি এ উপজেলায় ছিলেন। তবে একটি সূত্র জানায়, আদিবাসীদের বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ লুটপাটসহ করোনা প্রকল্পের অর্থ নয়ছয় অভিযোগ ওঠায় তিনি চলে যান।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বেতবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান

বাবুল আখতার বলেন, ইউএনও’র সাথে তিনি কোনো খারাপ ব্যবহার করেননি। বরং ইউএনও চেয়ারম্যানদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন। তার বিরুদ্ধেই নানা অভিযোগ ছিল অনিয়মের। এ কারণে তিনি বদলি হয়ে চলে যান।

জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন বলেন, বিষয়টি আমাকে অবহিত করে একটি চিঠি দেন তখনকার ইউএনও। এরপর চেয়ারম্যানকে তলব করা হয়। পরে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে মাফ চেয়ে নেন।

কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর তীরে তৈরি হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব দৃষ্টিনন্দন পার্ক

কুষ্টিয়ার বড়বাজার গড়াই নদীর তীর সংলগ্ন এলাকায় পরিবেশবান্ধব পার্ক তৈরি করছে জেলা পরিষদ। প্রায় ৩৩ একর জায়গার ওপর এ পার্ক তৈরির কাজ শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। পার্কটির নাম দেয়া হয়েছে “জেলা পরিষদ পার্ক”।

ইতোমধ্যে পার্কের বাইরে এক হাজার নারিকেল গাছ লাগানো হয়েছে। ভেতরে বড় এলাকাজুড়ে লাগানো হয়েছে দেশি-বিদেশি নানা প্রজাতের বৃক্ষ ও ফুলের গাছ। ‘জেলা পরিষদ পার্ক’ নামে এটি তৈরির কাজ পুরো দমে চলছে। পার্ক চালু হলে এখানকার দৃষ্টিনন্দন সবুজ পরিবেশ সবার চোখ জুড়াবে। বাইরে থেকে দর্শনার্থীদের জন্যও এটি উন্মুক্ত থাকবে।

জেলা পরিষদ সূত্র জানিয়েছে, পরিবেশের কথা বিবেচনা করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ এই দৃষ্টিনন্দন পার্ক তৈরির পরিকল্পনা করেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ বড়বাজার এলাকায় গড়াই নদীর তীরে জায়গা নির্ধারণ করা হয়। সেখানে বালু ভরাটের পর প্রায় ৩৩ একর জায়গাজুড়ে প্রাচীর দেয়া হয়। চার বছর আগে মাহবুব-উল আলম হানিফ

পার্কটির নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করিয়ে দেন। এছাড়া জেলা পরিষদ তাদের নিজস্ব তহবিলের অর্থ দিয়েও কাজ করছে। এমপি নিজেই ঢাকার একটি ফার্ম থেকে পার্কের জন্য নকশা তৈরি করেছেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, গড়াই নদীর তীর ঘেঁষে পুরো দমে চলছে পার্কের নির্মাণকাজ। বাইরে নদীর পাড়ে লাগানো হয়েছে আমগাছ। চারপাশে রোপণ করা হয়েছে নারিকেল গাছের চারা। পার্কটির জন্য ২০ একরের বেশি জায়গা নির্ধারণ করে প্রাচীরের পাশাপাশি দুটি প্রবেশদ্বার দেয়া হয়েছে। ভেতরের নানা অংশে দৃষ্টিনন্দন গোলচত্বর তৈরি করা হয়েছে। পুরো এলাকার জন্য ভেতরে রয়েছে পাকা সড়ক। ইট-পাথরের ঢালাইয়ের গোল চত্বরে রোপণ করা হয়েছে দেশি-বিদেশি নানা প্রজাতির বৃক্ষ ও ফুলের গাছ।

জেলা পরিষদের উপ-সহকারী প্রকৌশলী মেজবাহুর রহমান বলেন, পুরোদমে কাজ চলছে। ভেতরে এখনও যেসব অংশে কাজ বাকি আছে, সেখানে ঢালাইয়ের কাজ চলছে। বাইরের যে অংশে বালু ভরাট করা রয়েছে সেখানেও গাড়ি পার্কিংসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হবে।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজি রবিউল ইসলাম বলেন, শিশুদের মানসিক ও শারিরীক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বিনোদনস্থল গুলো হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বিনোদনের জন্য এই গড়াই নদীর পাড়ে বিশাল জায়গায় একটা পার্ক স্থাপনের চিন্তা অনেক আগে থেকেই ছিলো কুষ্টিয়া সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফের। সেই চিন্তা থেকেই জেলা পরিষদের মাধ্যমে এখানে পার্ক নির্মাণ শুরু করতে যাচ্ছি।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুন্সী মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন, পার্কটি মূলত উদ্যান। বাণিজ্যিক বিষয় মাথায় নিয়ে পার্ক তৈরি করা হচ্ছে না। ইতোমধ্যে ছয় কোটি টাকার বেশি খরচ হয়ে পার্ক জেলাবাসীর বিনোদনের খোরাক মেটাবে।

দৈনিক দিনের খবর পত্রিকার সম্পাদক ফেরদৌস রিয়াজ জিল্লুর দাফন সম্পন্ন

দৈনিক দিনের খবর পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ফেরদৌস রিয়াজ জিল্লু (৩৮) আর নেই(ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন)।

এছাড়াও তিনি জাতীয় দৈনিক গণকন্ঠ পত্রিকার কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। ৪সেপ্টেম্বর শুক্রবার (আজ) রাত ২ টা ৩০ মিনিটে ঢাকায় নেয়ার পথে গোয়ালন্দ ঘাটের কাছে সে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা-মাতাসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে গেছে।

পরিবার সুত্রে জানা যায়, ৩সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) সন্ধায় গুরুত্বর অসুস্থ্য হলে তাকে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে ২ নং ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক তাকে ঢাকায় প্রেরণের পরামর্শ দেন।

এর পর রাতেই অ্যাম্বুলেন্স যোগে ঢাকায় নেয়ার পথে সে মৃত্যুবরণ করে। প্রয়াত সাংবাদিক ফেরদৌস রিয়াজ জিল্লুর মৃত্যুতে কুষ্টিয়ার সাংবাদিকেরা গভীর ভাবে শোক প্রকাশ করেন। মরহুমের জানাযা নামাজ বাদ জুম্মা শহরের জিকে মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়ে পরে পৌর গোরস্তানে দাফন সম্পন্ন হয়।

দৌলতপুরের এমপির ভাই নিহত হাসিনুর রহমানের মৃত্যুতে শোকসভা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে দুর্বৃত্তের হামলায় এমপির ভাই নিহত হাসিনুর রহমানের মৃত্যুতে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা

১১টায় দৌলতপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই শোকসভা হয়।

দৌলতপুর উপজেলার আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মঈন উদ্দিন মোহনের সভাপতিত্বে শোক সভায় স্থানীয় সাংসদ সরোয়ার জাহান বাদশা হত্যার মদদদাতা ও রাজনৈতিক পরিকল্পনাকারীদের চিহ্নিত করে তাদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

নিহত হাসিনুর সাংসদ সরোয়ার জাহান বাদশার ফুফাতো ভাই।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ভেড়ামারা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান আক্তারুজ্জামান মিঠু, মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুল আরেফিন, দৌলতপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সাক্কির আহমেদ, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সোনালী খাতুন আলেয়া, দৌলতপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছাদিকুজ্জামান খান সুমন, মুক্তিযোদ্ধা হায়দার আলী, দৌলতপুর কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সরকার আমিরুল ইসলাম, দৌলতপুর স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক ইউপি চেয়ারম্যান শাহ আলমগীর, সাবেক ছাত্রলীগের সভাপতি সরদার আতিয়ার রহমান আতিক, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, ওরুশ কবিরাজ, যুবলীগ নেতা ওয়াসিম কবিরাজসহ অওয়ামী লীগ দলীয় নেতৃবৃন্দ।

প্রসঙ্গত, গত ২৯ আগস্ট একই এলাকার চা দোকানি মজিবর রহমান বয়াতি রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে হাসিনুরকে। খবর পেয়ে পুলিশ মজিবরকে নিজ বাড়ি থেকে আটক করে। পরে মজিবর কুষ্টিয়ার আদালতে স্বীকারেক্তিমূলক জবানবন্দী দেন।

জবানবন্দীতে তিনি বলেন, তার ছেলেকে ২০১৯ সালের কোরবানির ঈদে সন্ধ্যায় হত্যা করে হাসিনুরের লোকজন। পরে তিনি আদালতে মামলা করেন। আদালতের নির্দেশে মামলাটি থানায় নথিভুক্ত হয়।

ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত

রাসেল শেখকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুন

বয়সে তরুণ মোঃ রাসেল শেখকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুন। বর্তমানে সে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মহাখালীর ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ব্যয়বহুল চিকিৎসা করাতে হিমশিম খেয়ে আর একার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তার দরিদ্র ভ্যানচালক পিতা ইসলাম আলীর।

রাসেল কুমারখালির পান্টি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।

জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এই অসহায় সন্তানকে বাঁচাতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন তার পরিবার। হয়তবা সকলের দোয়া ও আার্থিক সহযোগিতায় রাসেল আবার সকলের মাঝে সুস্থ্য হয়ে ফিরে আসতে পারে।

তাই নিজ নিজ সামর্থ্য মতো একটি ফুলকে বাঁচাতে এগিয়ে আসতে সহযোগিতা চেয়েছেন তার পরিবার।অর্থ সহযোগিতা করতে পারেন, বিকাশ নাম্বার-০১৭৭০-৪৭৮০২৮।